র‍্যাগিং অভিযোগে অব্যাহতি, তদন্ত শেষে পুনর্বহাল গকসুর প্রতিনিধি মেহেদী

গকসু প্রতিনিধি মেহেদী। ছবি: প্রতিনিধি

সাভারের গণ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (গকসু) অনুষদ প্রতিনিধি মো. মেহেদী হাসানকে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগে সাময়িকভাবে অব্যাহতি দেওয়া হলেও তদন্ত শেষে সেই সিদ্ধান্ত বাতিল করা হয়েছে।

রবিবার (১২ এপ্রিল) বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে তদন্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর নির্ধারিত শাস্তির মেয়াদ শেষ হওয়ায় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তে তার ওপর আরোপিত সাময়িক অব্যাহতি তুলে নেওয়া হয়। এ বিষয়ে সহ-সভাপতি ইয়াসিন আল মৃদুল দেওয়ান ও সাধারণ সম্পাদক মো. রায়হান খানের স্বাক্ষরিত এক আদেশে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হয়।

ছাত্র সংসদ সূত্র জানায়, গত ২৬ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে জারি করা এক নির্দেশনায় কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের প্রতিনিধি মেহেদী হাসান (আইন বিভাগ, ২৮তম ব্যাচ)-কে সব ধরনের সাংগঠনিক কার্যক্রম থেকে সাময়িকভাবে বিরত রাখা হয়েছিল।

ওই নির্দেশনায় উল্লেখ করা হয়, একই বিভাগের শিক্ষার্থী শের আলী (৩৩তম ব্যাচ, প্রথম সেমিস্টার)-কে র‍্যাগিং ও নির্যাতনের অভিযোগ তার বিরুদ্ধে ওঠে। প্রাথমিক অনুসন্ধানে তার সম্পৃক্ততার ইঙ্গিত পাওয়া যায় বলেও জানানো হয়েছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং নিরপেক্ষ তদন্ত নিশ্চিত করতে তাকে সাময়িকভাবে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে রাখা হয়। তখন বলা হয়েছিল, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ও ছাত্র সংসদের কোনো কার্যক্রমে অংশ নিতে পারবেন না।

সর্বশেষ আদেশ অনুযায়ী, মেহেদী হাসান এখন থেকে পুনরায় তার দায়িত্ব পালন করতে পারবেন এবং ছাত্র সংসদের সকল কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন। সিদ্ধান্তটি তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হয়েছে।

নিজ প্রতিক্রিয়ায় মেহেদী বলেন, “আগে যা ঘটেছিল, তা আমি মনে করতে চাই না। একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেছিল। আমি আবার আমার পদ ফিরে পেয়েছি। এ জন্য ভিপি ইয়াসিন আল মৃদুল দেওয়ান ও জিএস রায়হান খানকে ধন্যবাদ জানাই। আমার বিভাগকে কেন্দ্র করে কাজ করতে চাই। সামনে অনেক কাজ রয়েছে। আগের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে শিক্ষার্থীদের জন্য নতুনভাবে কাজ করতে চাই।”

গকসুর ভিপি ইয়াসিন আল মৃদুল দেওয়ান বলেন, র‍্যাগিং সংক্রান্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে মেহেদী হাসানকে সাময়িকভাবে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল। পরে বিস্তারিত তদন্ত শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুসারে নির্ধারিত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। শাস্তির মেয়াদ শেষ হওয়ায় কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তে তার অব্যাহতি প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং তিনি আবারও নিজ দায়িত্বে ফিরতে পারবেন।